শিলং এর পুরোনো বাসিন্দা দের কাছে 'মঞ্জু স্মৃতি মজলিস' বা 'আনন্দ সম্মেলন'
এই দুটি শব্দবন্ধ আজও স্মৃতির মণিকোঠায় অমলিন হয়ে বেঁচে আছে।
বাৎসরিক এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানে এককালে অংশগ্রহণ করেছেন অনেকেই যারা এখন শিল্পী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'আনন্দ সম্মেলন' এর সেই আনন্দমুখর স্মৃতির রোমন্থন অভিজিৎ ভট্টাচার্যের কলমে.....

শিলংয়ের অতীত সমাজ ও আনন্দসম্মেলন - এক স্মৃতি সম্ভার

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

অভিজিৎ ভট্টাচার্য, শিলং

স্মৃতির অতলে কিছু বিশেষ সুখস্মৃতি ও উপলব্দি থাকে যা রোমন্থণেও অশেষ আনন্দ, তেমনি এক স্মৃতি শিলং শহরে আনন্দসম্মেলনের ! আমাদের ছোটবেলায় দাদাদের মুখে উৎসাহিত আলোচনা শুনতাম মন্জুস্মৃতি ও আনন্দসম্মেলনের সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর যেখানে কিছু আভাস পেয়েই যেতাম ভাল কিছুর | কৈশরে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যাতায়াত শুরু হল প্রতিবছর গ্রীষ্মের এক সময়ে যখন বৃষ্টি বাদল শুরু হত, আমরা অপেক্ষায় থাকতাম কবে আনন্দসম্মেলন শুরু হয় কারণ মন্জুস্মৃতি মজলিশের আয়োজিত আনন্দসম্মেলন ছিল আমাদের নিজস্ব উৎসব যেখানে ছিল নিজেকে সবার কাছে উপস্থাপিত করার ও সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পরিচিত হবার এক অঢেল সুযোগ যেখানে কয়েক হাজার শ্রোতা, উপদেষ্ঠা ও সুঅভিজ্ঞ বিচারকবৃন্দের সামনে আত্মবিশ্বাস, উৎসাহ উদ্দিপনার ও সাংস্কৃতিক গুণাবলী ও উৎকর্ষ র্নির্ণায়ণ হত | সেখানে ছিল আবৃত্তি, কবিতা, সব ধরনের গান বাজনা শোনার, শোনানর অবাধ সুযোগ - যে কয়দিন আনন্দসম্মেলন চলত এক ধরনের উৎসব বিভোর পরিবেশ ঘিরে রাখতো, কত বন্ধু বান্ধব ও বান্ধবীকে স্মৃতির পাতায় মনে পড়ে আনন্দসম্মেলনের আনন্দধারার স্মৃতি চারণে !

সালটা ছিল ১৯৪৬, তারিখ ৬ই জুন, শ্রী সমীরণ দাশগুপ্ত, শ্রী আফজল হোসেন, শ্রী নীরেন্দ্র ভৌমিক, শ্রী রজতকান্তি ভট্টাচার্য এবং শ্রী আশোক বিজয় চৌধুরী কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে এক সাংস্কৃতিক গ্রুপ গঠন করেন এবং পরে তাদেরই প্রিয় মৃত বন্ধু মন্জু চৌধুরীর স্মৃতি স্মরণে ‘‘মন্জুস্মৃতি মজলিশ" নামে প্রচলিত হয়, পরে ১৯৫২ সালে প্রতিযোগিতা মূলক উদ্দেশ্য নিয়ে এক বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অধিবেশন শুরু হয়, জেলরোড স্কুল থেকে শিলং স্টেট সেন্ট্রেল লাইব্রেরীর সভাগৃহে। পরবর্তী সময়ে শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাকে উৎসবে রূপান্তরিত করতে "আনন্দসম্মেলন" নাম দেওয়া হয় মন্জুস্মতির উপস্থাপনায় (Manju Smriti Majlish Regd. with Government of Meghalaya Under Socities Act XXI of 1860 SR/MSM-377/85. estd - 1946 by organiser of Ananda Sammelan) | ১৯৯৬ সালে শিলং স্টেট সেন্ট্রেল লাইব্রেরীর সভাগৃহে বিশাল সমাবেশে অর্ধশতবার্ষিকী বিপুল সমারোহে উদযাপিত হয় যেখানে মন্জুস্মৃতি মজলিশের স্বনামধন্য স্থাপক সভ্য মন্ডলীর উপস্থিতিতে এবং শিলং শহরের বিশিষ্ট পরিজনদের উপস্থিতিতে অর্ধশতকের স্বর্ণবার্ষিকী বিশাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় । সেখানে বক্তব্য রাখেন শিল্পী সপ্তর্ষি চক্রবর্তী, প্রিয়া ভট্টাচার্য ও দীপালি চক্রবর্তী। প্রৌড় ফাউন্ডার মেম্বারদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ করে উপদেষ্টা মন্ডলীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপণ করা হয় এবং উপদেষ্টা মন্ডলীর ধারক মিষ্টার গ্রোসয়েল মিল্লিমগেপের উদ্দেশ্যে স্মৃতি তর্পন করা হয়, সেখানে বক্তব্য রাখেন শিলং বাঙ্গালী সামাজের বিশিষ্ট এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ |

স্মৃতির পাতায় আনন্দসন্মেলন যেন আজও এক সরল নিষ্পাপ মধুর স্মৃতি মাখা অধ্যায়, যেখানে অভিবাবকের স্থানে সঙ্গীত চক্রের অধ্যক্ষা, গুরু এবং মাস্টার হিসেবে শ্রীমতি বেলা চৌধুরী, মন্জু সিনহা, কুমুদ গোস্বামী, গোলাপ মিয়া, দুর্গেশ চৌধুরী ও ভ্রাতা জ্যোতিষ চৌধুরী, পরেশ চৌধুরী আরও অনেক স্বনামধন্য অতি শ্রদ্ধেয় সঙ্গীত ব্যাক্তিত্বের নাম যা স্মৃতির অতলে চাপা পড়ে গেছে। সেই সময়ের গুরুজনদের মাঝে হঠাৎ কখনো আফজল-দার সঙ্গে পথে দেখা হলে মনে পড়ে আজ বয়সের ভারে স্মিতপ্রায় চেহারায় এই অতি প্রিয় চির মৃদুহাস্য সস্নেহে ভরপুর মানুষরা এই সমাজকে কি অসাধারন অবদান রেখে গেছেন নিঃস্বার্থে শুধু সংস্কৃতির প্রয়োজনে ! উদ্যোক্তাদের মাঝেও অনেকের নাম মনে করা দুষ্কর যেমন অভিক গুপ্ত, বিজন ধর ও অন্যান্য বহু দাদাদের | আর প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের মাঝে শুভাশীষ মুখার্জি (আমরা ডাকতাম ‘‘হেমন্ত মুখার্জি’’), পিনাকপানী হোড় (আমরা ডাকতাম "মান্না দে"), অমিত ভট্টাচার্য, মৌসুমী ভৌমিক, ফাল্গুনী ভট্টাচার্য, প্রিয়া ভট্টাচার্য আরও অসংখ নাম যারা অনেকেই আজ সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। মিডিয়াতে দেখতে পাই সেই অতি প্রিয় দাদা, দিদি, বন্ধু, বান্ধবীদের ! আমাদের জীবনে এমন এক অধ্যায় গেছে যখন নাচ-গানের সঙ্গে রাগ-রাগিনী, ঠুমরি-গজল, আলাপ-বিস্তার, সুর-ঝংক্কার সবই ছিল আমাদের, সেই সময়ের গল্প বলতে প্রথমেই আসে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ! বিগত জুন মাসে করোনাক্লান্ত এক দ্বিপ্রহরে হঠাৎ চোখে পড়ল ফেইসবুকে ‘‘মন্জুস্মৃতি মজলিশ' - এক আনন্দ শিহরণধারা যেন শিরদাড়া দিয়ে মনের অতলে স্মৃতির হারানো পাতায় নিজেকে সেই বহু পরিচিত সমাজে বহু বছর পর হঠাৎ খুজে পেলাম - মনেমনে গেয়ে উঠলাম "আনন্দধারা বহিছে ভূবনে" ! মন্জুস্মৃতি মজলিশ ও আনন্দসম্মেলন বিস্মৃতিমর্মে থেকে আজও আমাদের মানস সত্তায় নির্মল খুশির স্মৃতিতে ভরপুর - ফেইসবুকে আনন্দসম্মেলন আনন্দধারায় সুশীল সমাজ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে আজও বিদ্যমান !